শির্কে আকবর (বড় শির্ক) ও শির্কে আসগর (ছোট শির্ক) এর মধ্যে পার্থক্য কি?

(১) শির্কে আকবর সবচেয়ে বড় অন্যায় ও অপরাধ। এর প্রমাণ হলো ক্বোরআনে কারীমের এ আয়াত- লোক্বমান ﷺ তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন:-
يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থাৎ:- হে বৎস, আলাহ্‌র সাথে শির্ক (অংশীদার নির্ধারণ) কর না। নিশ্চয় আলাহ্‌র সাথে শির্ক করা মহা অন্যায়। (ছূরা লোক্বমান- ১৩)
অন্য আয়াতে আলাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন:
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

অর্থাৎ:-যারা ঈমান আনে এবং নিজের ঈমানকে যুল্‌মের (শিরকের) সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী। (ছূরা আল আন‘আম-৮২)
এ আয়াতে যুল্‌ম বলতে শির্ককে বুঝানো হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুছলিমে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিচলিত হয়ে রাছূলকে ﷺ জিজ্ঞেস করলেন- হে আলাহ্‌র রাছূল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে তার নাফছের উপর যুল্‌ম করেনি? (অর্থাৎ- আমরা প্রত্যেকেই তো কম-বেশি নিজের নাফছের উপর আত্যাচার করছি। তাহলে তো আমরা কেউই আলাহ্‌র ‘আযাব থেকে নিরাপদ এবং হেদায়তপ্রাপ্ত নই।) প্রতি উত্তরে রাছূল ﷺ তাদেরকে বললেন:- “আয়াতটির মর্ম তোমরা যা মনে করছ তা নয়। বরং এ আয়াতে যুল্‌ম বলতে ঐ শির্ককেই বুঝানো হয়েছে যে শির্ক সম্পর্কে সতর্ক ও সাবধান করতে যেয়ে লোক্বমান ﷺ তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন:-
يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

(অর্থাৎ:-হে আমার বৎস! আলাহ্‌র সাথে শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক হলো এক মহা যুল্‌ম)।
হযরত ‘আব্দুলাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন য়ে, আমি রাছূলকে ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোন গুনাহটি আলাহ্‌র নিকট সবচেয়ে বড়? এর উত্তরে রাছূল ﷺ বলেছেন:- “সেটি হলো, যে আলাহ্ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার নির্ধারণ করা”। (সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুছলিম, মুছনাদে ইমাম আহমাদ)
পক্ষান্তরে শির্কে আসগর সাধারণ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। এর প্রমাণ হলো আলাহ তা‘আলার এ বাণী:-
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

অর্থাৎ:- অর্থাৎ:- নিঃসন্দেহে আলাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (ছূরা আন্‌নিছা-৪৮)
এ আয়াত এবং উপরে উলেখিত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শির্কে আসগর শির্কে আকবারের পর্যায়ভুক্ত নয় বরং তা অন্যান্য কবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে আলাহ্‌র সাথে কোন অংশীদার নির্দ্ধারণ করা হয় না।
(২) শির্কে আকবর (বড় শির্ক) মুছলমানকে ইছলাম থেকে বের করে দেয়। অর্থাৎ শিরকে আকবর বা বড় শির্ক করলে মুছলমান ইছলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায়; সে আর মুছলমান থাকে না। যদিও সে নিজেকে মুছলিম বলে দাবি করে এবং ধর্মীয় কাজ-কর্ম করে, তথাপি আলাহ্ ﷻ ও তাঁর রাছূলের ﷺ দৃষ্টিতে সে আর মুছলিম বলে গণ্য হয় না।
এর প্রমাণ হলো আলাহ তা‘আলার এ বাণী:-
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ:- তারা বলে আমরা আলাহ্ ও রাছুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশ্বাসী নয়। (ছূরা আন্‌নুর-৪৭)
পক্ষান্তরে শির্কে আসগর (ছোট শির্ক) মুছলমানকে ইছলাম থেকে বের করে দেয় না। অর্থাৎ শিরকে আসগর করার কারণে মুছলমান কাফির-মুশরিকে পরিণত হয় না বা সে ইছলাম থেকে বহিস্কৃত হয়ে যায় না।
(৩) শিরকে আকবর একটি হলেও তা কর্তাব্যক্তির অতীতের যাবতীয় নেক ‘আমল ধ্বংস করে দেয়। অর্থাৎ কোন মুছলমান যদি মাত্র একটি শির্কে আকবর করে, তাহলে তা তার অতীতের যাবতীয় নেক ‘আমল ধ্বংস করে দেবে।
এর প্রমাণ হলো আলাহ তা‘আলার এ বাণী:-
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ:- যদি তারা শির্ক (অংশীদার সাব্যস্ত) করতেন, তাহলে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে নিস্ফল হয়ে যেত। (ছূরা আল আন‘আম-৮৮)
অন্য আয়াতে আলাহ ﷻ ইরশাদ করছেন:-
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থাৎ:- যদি (আলাহ্‌র সাথে) অংশীদার সাব্যস্ত করেন, তবে আপনার কর্ম অবশ্যই নিস্ফল হবে। (ছূরা আয্‌যুমার-৬৫)
পক্ষান্তরে শির্কে আসগর অতীতের সকল নেক ‘আমলকে ধ্বংস করে দেয় না বরং তা শুধুমাত্র সংশিষ্ট ‘আমলকেই (যে ‘আমল বা ‘ইবাদতে শির্কে

আসগর সংঘটিত হয়েছে, শুধুমাত্র সে ‘আমলটিকেই) বাতিল ও বরবাদ করে।
(৪) শির্কে আকবরকারী যদি খাঁটি ভাবে তাওবা করে নতুন করে ইছলাম গ্রহণ না করে তাহলে সে জাহান্নমের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আলাহ্ তা‘আলার ক্ষমার অযোগ্য হয়ে যায়।
এ নসম্পর্কে আলাহ্ ﷻ ইরশাদ করেছেন:-
إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

অর্থাৎ:- নিশ্চয় যে ব্যক্তি আলাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আলাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (ছূরা আল মা-য়িদা-৭২)
পক্ষান্তরে শির্কে আসগরকারী জাহান্নামের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয় না। তার এ অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, আলাহ্ তা‘আলা তাঁর নিজ দয়াগুণে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এ কথার প্রমাণ হলো আলাহ তা‘আলার এ বাণী:-
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ

অর্থাৎ:- নিঃসন্দেহে আলাহ্ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শির্ক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিু পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (ছূরা আন্নিছা- ৪৮)
(৫) শির্কে আকবরকারী, তাওবা করে নতুন করে ইছলাম গ্রহণ না করেলে শরী‘য়তের দৃষ্টিতে তার জান, মালের কোন নিরাপত্তা নেই। (অর্থাৎ শরী‘য়তের ইছলামিয়্যাহ্র দৃষ্টিতে সে মৃত্যুদন্ড যোগ্য এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত যোগ্য)
এর প্রমাণ হলো আলাহ্র (ﷻ) এ বাণী:–
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور الرحيم.

অর্থাৎ:-অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো আতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধ্যানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামায ক্বায়েম করে, ও যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আলাহ্ অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (ছূরা আত্তাওবাহ্-৫)
পক্ষান্তরে শরী‘য়তের দৃষ্টিতে শির্কে আসগরকারীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা রয়েছে। সে মৃত্যুদন্ড যোগ্য নয় এবং তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে রাছূল ﷺ বলেছেন:-
من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله.

অর্থাৎ:-যে ব্যক্তি “আলাহ ব্যতীত আর কোন মা‘বূদ নেই” একথা স্বীকার করবে এবং আলাহ ব্যতীত যত কিছুর উপাসনা করা হয়, সে সবকে অস্বীকার করবে, তার সম্পদ ও রক্ত (মাল ও জান) নিষিদ্ধ। আর তার হিসাব আলাহ্র নিকট। (সহীহ মুছলিম)
রাছূল ﷺ আরো ইরশাদ করেছেন:-
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى (رواه البخاري ومسلم).

অর্থাৎ:- আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে, যতক্ষণ না তারা এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আলাহ ব্যতীত আর কোন মা‘বূদ নেই, আর মোহাম্মাদ ﷺ আলাহ্র রাছূল, এবং নামায ক্বায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে। আর যখন তারা এ কাজগুলো করে নিবে তখন তারা তাদের জান ও মাল আমার হাত থেকে নিরাপদ করে নিবে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুছলিম)